ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

জাতীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকার ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সমীক্ষা

কে. এম. মহিউদ্দিন *
মোজাম্মেল হক **

National Politics and Local Government : A Review of Union Parishad

K. M. Mohiuddin
Mozammel Huq

Abstract : Strengthening local government is a popular issue and precondition for ensuring good govenance. After the independence of Bangladesh, all governments constituted various commission or committee to reform of local government structure. The objectives of these reform were to introduce participatory local government. However, most of such aims could not be achieved. The significant exception has been women representation issue. The reality in local government structure in Bangladesh is that every successive government has imposed central control over local government. Besides, the field administration has been given the responsibility of looking after the local government affairs. Though the Union Parishad (UP) is the only representative tier of local self-government, it has not been developed into an autonomous body. Not only the central government but also the local political elite including MPs have tried to impose their control over UP. In this backdrop UP are facing critical problems to initiate and implement development programs and also to excise their own power which they deserve by dint of legislation. Since the late eighties NGOs have played a vital role for democracy building at grassroot levels. The implement capacity building programs UP and concentization of the

* প্রভাষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
** কর্মকর্তা, কেয়ার বাংলাদেশ।

rural people to make their effecitve participation in the UP. This article intends to analyze the central government's role in local government sector particularly emphasis on central government and UP relationship, performance of the local political elite as well as the relationship between UP and NGO's.

ভূমিকা

তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এক অপরিহার্য উপাদান। পৃথিবীতে এমন খুব কম দেশই রয়েছে যেখানে গণতন্ত্র সুসংহত অথচ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার উপলব্ধি থেকে সংবিধানে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯-এ বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।" এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১-এ বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে[১]।" কিন্তু বাস্তবতা হলো জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তৃণমূল পর্যায়ে নিজেদের ক্ষমতার ভিত নির্মাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়। যার ফলে স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রায় তিন দশক অতিবাহিত হলেও আজ অবধি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সত্যিকার অর্থে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা জনগণের কাছের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেনি। এর প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ সহ স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের বিষয়টি দাতা সংস্থা, এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে, সেই সাথে সরকারও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে।

তৃণমূল পর্যায়ে একমাত্র নির্বাচিত জন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ড কিভাবে জাতীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক, স্থানীয় সাংসদ কিভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে থাকে এবং সাম্প্রতিককালে তৃণমূলপর্যায়ে কর্মরত এনজিও সমূহের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযুক্ততা এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাথমিক তথ্য ও সহায়ক তথ্যের ব্যবহার করা হয়েছে। সহায়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন হতে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের তিনটি জেলার মোট ৬টি ইউনিয়ন পরিষদকে (পাবনার সাঁথিয়া থানার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, নেত্রকোনা জেলার সদর থানার মেদনি ও কাইলাটি ইউনিয়ন পরিষদ এবং সন্দ্বীপ থানার মগধারা, মাইটবাঙ্গা ও সারিকাইত ইউনিয়ন পরিষদ) উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ণ পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়েছে। গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থান করে সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কেইসস্টাডি পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাধীন এলাকায় ব্র্যাক, প্রশিকা, নিজেরা করি ও বাংলাদেশে নারী প্রগতি সংঘ জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য এনজিও'র কার্যক্রম রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতীয় রাজনীতি

আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের গোড়াপত্তন ঘটে ঔপনিবেশিক সময়ে প্রণীত 'গ্রাম চৌকিদারী আইন-১৮৭০' এর মাধ্যমে। তারপর সময়ে সময়ে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের বিকাশ ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার স্থানীয় উন্নয়নের পরিবর্তে ঔপনিবেশিক সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহৃত হয়েছে। জনগণের কল্যাণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি এবং সে বিষয়ে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাও প্রণীত হয়নি[২]। ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকারের সংস্কার সাধনের নামে রাজনৈতিক ও সামরিক সরকারসমূহ তাদের ক্ষমতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালিয়েছেন। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ইউনিয়ন

কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল তাতে 'জনগণের অংশগ্রহণে জনগণের শাসন' কার্যত অনুপস্থিত ছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বকারী মৌলিক গণতন্ত্রীরা যতটা না জনপ্রতিনিধি ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন সামরিক শাসকের প্রতিনিধি। স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের পরিবর্তে জাতীয় রাজনীতিতে তারা অধিকতর আগ্রহী ও সম্পৃক্ত ছিল। একই ধারায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সামরিক সরকারসমূহ তাদের বৈধতার সংকট থেকে উত্তরণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি তৈরির জন্য স্থানীয় সরকারকে ব্যবহার করেছেন। অতীতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে না তোলার পেছনে অন্যতম একটি কারণ হলো, এদের উপর আস্থার অভাব। এর জন্য এদেরকে মনোনীত সদস্য/সদস্যা অথবা নিয়োগকৃত চেয়ারম্যানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে[৩]। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদেরই রয়েছে জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো। রাজনৈতিক স্বার্থে সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোটিকে ব্যবহারের ফলে ইউনিয়ন পরিষদ একটি স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে সরকার রদবদলের সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো ও কার্যাবলীতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কাঠামোগতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হলেও কার্যত এর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়নি, প্রথমতঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনার পর উক্ত প্রস্তাব পাসের জন্য বিশেষ সভা আহ্বান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার যিনি ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তার মাধ্যমেই উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসক ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি ও প্রকল্প অনুমোদন, বাজেট অনুমোদন ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হন[৪]।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত যে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল সামরিক শাসনামলে অর্থাৎ ১৯৭৫ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই সাংবিধানিক নিশ্চয়তাকে স্থগিত করে বিশেষ অধ্যাদেশ ও আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের অন্যান্য কাঠামোর মতো ইউনিয়ন পরিষদকেও পরিচালনা করা হয়েছে[৫]। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সরকার গঠনের পরপরই শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের রিপোর্টে জন অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই সাথে লক্ষ্য করা যায় যে ১৯৯৬ সালে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর কর্মক্ষম করার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়, যার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, নির্বাচিত নারী সদস্যদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। ফলে নারী সদস্যদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটেনি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বা সংস্কারের জন্য গঠিত কমিটি বা কমিশন সমূহের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, সেগুলো সীমাবদ্ধ থেকে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের প্রতিশ্রুতির মধ্যে, কিন্তু ক্ষমতায়নের কোন উল্লেখ নেই। ফলে এ সকল কমিটি বা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিবর্তিত স্থানীয় সরকার দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সময়ে সরকার তৃণমূল পর্যায়ে তার ক্ষমতার ভিত শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারকে নানাভাবে পরিবর্তন করেছে। শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল কাঠামোয় স্থানীয় সরকারকে দলীয় সমর্থনের ভিত হিসেবে বিবেচনা করেছেন, জিয়াউর রহমান তাঁর রাজনীতির ভিত তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করার মানসে গ্রাম সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন বলে মনে করা হয় এবং তারপর হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য গ্রাম

সরকার ব্যবস্থা বাতিল ও উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এরশাদের রাজনৈতিক হীন স্বার্থের জন্য উপজেলা পরিষদকে ব্যবহার করায় এটি কার্যকর ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। পরবর্তী সরকার একইভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই উপজেলা পরিষদকে বাতিল করেছিলেন বলে মনে করা হয়[৬]। স্থানীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মুক্ত না থাকায় জাতীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যার ফলে দেখা যায় যে স্থানীয় নির্বাচন অরাজনৈতিক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থিত প্রার্থিরা এ নির্বাচনে অংশ নেয়[৭]।

বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী কিংবা সমর্থক। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক যোগাযোগকে সম্পদ ও সুবিধা বন্টনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এবং এর ফলে জাতীয় রাজনীতি ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। গবেষণাধীন ৫টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্যে সকলেই বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের থানা পর্যায়ের নেতা। সদস্যদের মধ্যে ৩২ জন আওয়ামীলীগ, ১০ জন বিএনপি এবং ২ জন জাতীয় পার্টির সাথে যুক্ত। অবশিষ্ট ৯ জন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত নন এবং তাদের মধ্যে ১ জন পুরুষ সদস্য ও অন্যান্যরা পরিষদের নারী সদস্য।

টেবিল- ১ ঃ প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার ধরন

প্রতিনিধির ধরন	আ. লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	অন্যান্য	কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন	মোট
চেয়ারম্যান	৩ (৪.৬১%)	১ (১.৫৪%)	১ (১.৫৪%)	-	-	৫ (৭.৬৯%)
পুরুষ সদস্য	৩২ (৪৯.২৩%)	১০ (১৫.৩৮%)	২ (৩.০৮%)	-	১ (১.৫৪%)	৪৫ (৬৯.২৩%)
নারী সদস্য	৫ (৭.৬৯%)	২ (৩.০৮%)	-	-	৮ (১২.৩০%)	১৫ (২৩.০৭%)
মোট	৪০ (৬১.৫৩%)	১৩ (২০%)	৩ (৪.৬২%)	-	৯ (১৩.৮৫%)	৬৫ (১০০%)

গবেষণা এলাকার কাইলাটি, মেদনি, মগধারা, মাইটভাঙ্গা ও ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কাইলাটি ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমান চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময়ে বিএনপি'র সমর্থনে নির্বাচন করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আওয়ামীলীগের সমর্থন নিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচনী সময়ের শুরুতেই দু'টি রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়েছিল এবং নির্বাচনী প্রচারে উভয় দলের জেলা পর্যায়ের নেতারা স্ব স্ব প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কার্য চালান। নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে আসেন। বর্তমান চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনায় জানা যায় তাঁর কাজের সুবিধা ও অবস্থানকে সুসংহত রাখার জন্য স্থানীয় সাংসদের সাথে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীকে বিভিন্ন কমিটিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। গবেষণা এলাকার মেদনী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন বিএনপি সমর্থক, চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন দলের আনুকূল্য লাভের জন্য আওয়ামীলীগে যোগ দেন। উভয় ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও নারী সদস্যদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, স্থানীয় সাংসদের সাথে সরাসরি তাদের কোন যোগাযোগ হয় না এবং সাংসদ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করেন না। বিশেষ কোন প্রয়োজনে সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করতে হলে তাঁর অনুসারী রাজনৈতিক কর্মীদের সহায়তা নিতে হয়। গবেষণা এলাকা সন্দ্বীপ এর ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মাইটভাঙ্গা ও মগধারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেও তারা সন্দ্বীপে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বিবদমান দ্বন্দ্ব সাংসদ ও থানা আওয়ামী লীগ সভাপতির উপদলীয় কোন্দল দ্বারা প্রভাবিত। উল্লিখিত দুটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থানা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে সমর্থন করে বিধায় সাংসদের সাথে বিরোধ দেখা দেয়। এমপি'র ইচ্ছে মতো পরিষদের প্রকল্প কমিটিতে তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত না করার এবং অপরদিকে সাংসদের নিজস্ব ইউনিয়নে তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করায় একে অপরকে অসহযোগিতা করে থাকেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ততার কারণে ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের দলীয় কর্মীরা বিরোধী

রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। গবেষণা এলাকার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে দেখা গেছে চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টির সমর্থক ছিলেন। স্থানীয় সাংসদের কাছ থেকে ইউনিয়নের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। মূলতঃ জাতীয় রাজনৈতিক দল ও সরকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বিরোধী মনোভাবের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে নেতারা ইউনিয়ন পরিষদকে নিজেদের ক্ষমতা চর্চা ও সুসংহত করণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সাথে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সম্পর্ক

ইউনিয়ন পরিষদের অধিকাংশ চেয়ারম্যানই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় সাংসদের সাথে তাদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সম্পর্ক লক্ষণীয়। সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে সরকারি অনুদান প্রাপ্তির প্রত্যাশা কিংবা কোন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ বরাদ্দের তদবির, সরকারিভাবে প্রদত্ত টিউবওয়েল ও অন্যান্য উপকরণ বরাদ্দ সহজতর করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের প্রভাব ও ক্ষমতাকে সীমিত করা প্রভৃতি কাজে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন। ১৯৮৩ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিরা ইউনিয়নের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সহায়তা কিংবা সুবিধা পাবার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের কাছে তদ্‌বির করে থাকেন[৮]। উক্ত গবেষণার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান গবেষণায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

গবেষণাধীন মেদনি, কাইলাটি ও মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নে দেখা গেছে পরিষদের পুরুষ সদস্য এমনকি নারী সদস্যরাও প্রকল্প বণ্টনে চেয়ারম্যানের পক্ষপাতিত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ জানাতে সংসদ সদস্যের দ্বারস্থ হচ্ছেন। অপরপক্ষে সংসদ সদস্যগণও চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করে নিজস্ব প্রভাব বিস্তার সহ তাদের পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। সংসদ সদস্য তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর গতিবিধি ও রাজনৈতিক ভূমিকাকে

সংকুচিত করার জন্য তার নির্বাচনী এলাকার অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে নিজের দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন। গবেষণা এলাকার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে স্থানীয় সংসদ সদস্য রাজনৈতিক আনুকূল্যের বিনিময়ে সরকারি সুবিধা প্রদানের প্রলোভন বা আশ্বাস দিয়ে তাকে নিজ রাজনৈতিক দলে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। রাজনৈতিক দলের কোন্দল ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি অনুদান বণ্টনকে কখনও কখনও প্রভাবিত করে থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উপদলীয় কোন্দলের জের হিসেবে মাইটভাঙ্গা ও মগধারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজের দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে জানা যায়। শুধু তাই নয় পরিষদের অভ্যন্তরে সংসদ সদস্যের অনুসারীদের দিয়ে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানকে নানাভাবে হেনস্থা করার কথাও জানা যায়।

গবেষণাধীন উল্লেখিত ইউনিয়নে দেখা গেছে কাবিখা (কাজের বিনিময়ে কাদ্য কর্মসূচী) বিশেষ প্রকল্প আওতায় গম বরাদ্দ দিয়ে সংসদ সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। সংসদ সদস্যের এ ধরনের ভূমিকায় প্রকল্প কমিটি গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরে এবং বাইরে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দেয়। সংসদ সদস্য প্রকল্প কমিটিতে তাঁর পছন্দের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সংসদ সদস্যের অনুসারী প্রতিনিধিরা তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাঁর অনুসারী রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরকে প্রকল্প কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী হলেও পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা সদস্য হিসেবে তাদের প্রকল্প কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চান না। তারা মনে করেন যে, সংসদ সদস্যের অনুসারী ব্যক্তিরা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা চালাবে এবং সংসদ সদস্যের অনুসারী হিসেবে প্রকল্পে কাজের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাবে। গবেষণা এলাকা সন্দ্বীপে থানা উন্নয়ন কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে সংসদ সদস্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কে জানিয়ে দিয়েছেন যে কোন ধরনের সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে যেন তার সম্মতি নিয়ে তারিখ নির্ধারণ করা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য ২-৩ মাস পরপর সন্দ্বীপে আসেন, ফলে প্রতি মাসে সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের

সংসদ সদস্যের আচরণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সংসদ সদস্য ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যকার এ ধরনের এক ঘটনায় জানা যায় যে মগধারা ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক গঠিত একটি কমিটির প্রস্তাব ইউএনও'র কাছে পাঠানো হলে সংসদ সদস্য কমিটি থেকে কিছু নাম বাদ দিয়ে নিজের পছন্দ মাফিক কয়েকজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। সংশোধিত প্রকল্প কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রত্যাখ্যান করে আদালতে মামলা করেন এবং ফলশ্রুতিতে সংসদ সদস্য কর্তৃক সংশোধিত আকারে গঠিত কমিটি স্থগিত হয়ে যায়। কমিটি গঠন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন ও সমস্যা তুলে ধরার মধ্যেই সংসদ সদস্যের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয়। স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুসংহত করার জন্য সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে তাদের হস্তক্ষেপ ঘটে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা বলয় বৃদ্ধি করে থাকে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদের স্বাধীনতা সংকুচিত এবং পরিষদের অভ্যন্তরে ঐক্য ব্যহত হয়ে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক

মাঠ প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক কেন্দ্রীয় সরকারের বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত। ইউনিয়ন পরিষদ কতিপয় সরকারি অ্যাক্ট বা বিধি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনে নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি করার ক্ষেত্রে অবাধ কোন ক্ষমতা প্রদান করেনি। বরঞ্চ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিপত্র জারির মাধ্যমে পরিষদের কার্যক্রম ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদে অর্পিত দায়িত্ব পালন ও অফিস পরিচালনার জন্য সচিব, চৌকিদার, দফাদার এবং কমিশন ভিত্তিতে ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন, তার বদলি কিংবা অপসারণ ও কাজের তদারকি করার ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের হাতে ন্যাস্ত। সচিবের ওপর ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ

আরোপের কোন সুযোগ নেই। ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার ও দফাদারদের নিয়োগ প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে এবং যে ওয়ার্ডের জন্য চৌকিদার নিয়োগ করা হবে সেই ওয়ার্ডের দু'জন সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু নিয়োগ প্রদানের চূড়ান্ত ক্ষমতা এই নির্বাচন কমিটির হাতে নেই। তারা কেবল সুপারিশ করে থাকে যার ওপর ভিত্তি করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। এভাবে ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত কর্মচারীদের ওপর ইউনিয়ন পরিষদের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে[৯]। এভাবে কর্মী ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদের উপর মাঠ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

কর্মী ব্যবস্থাপনার মতো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নয়। ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বৎসরে সুনির্দিষ্ট কিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদকে উপদেশ বা পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত। প্রকল্প কাজের তদারকী ও অর্থ উত্তোলনে অনুমতি প্রদানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও পরিষদের উপর স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান।

মাঠ প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক ঃ কেইস - ১

গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে দেখা গেছে যে পরিষদের প্রতিনিধিরা থানা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ উত্তোলনের জন্য যোগাযোগ করে থাকে। ৩৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন প্রকল্প সংক্রান্ত কাজে থানা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার সময়ে তারা প্রতিনিধিদেরকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে থাকেন, ৩০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে কর্মকর্তারা কখনো কখনো তাদেরকে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, ৩২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন এলাকায় তাদের রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে কর্মকর্তারা সবসময়ে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিনিধিদের সাথে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সম্পর্কের এ চিত্র থেকে প্রতিয়মান হয় যে প্রশাসনের মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং সেই সাথে রয়েছে অধীনস্থ করে রাখবার প্রবণতা।

মাঠ প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক ঃ কেইস - ২

গবেষণা এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন সরকারি বিভিন্ন সংস্থা বিশেষভাবে কৃষি ব্লক সুপারভাইজার ও স্বাথ্য কর্মীদের কাজ সম্পর্কে অনানুষ্ঠানিক ভাবে তারা অবহিত থাকলেও উল্লেখিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ডের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়নি। মাঝে মাঝে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের মাসিক সভায় কৃষি ব্লক সুপারভাইজার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উপস্থিত থাকার জন্য মৌখিক ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের সভায় স্বাস্থ্য কর্মী ও কৃষি ব্লক সুপারভাইজারদের উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়না। স্বাস্থ্যকর্মী ও কৃষি ব্লক সুপারভাইজারগণ মাঝে মাঝে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেন। সাধারণত শিশুদের টীকা দান বা ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো সম্পর্কিত কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মীগণ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সদস্যদের যোগাযোগ সীমিত। গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র ক্ষেতুপাড়া ও কাইলাটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার সপ্তাহের প্রতি সোমবার আসেন। কিন্তু গবেষণাধীন অপর তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়মিত বসেন না বলে অভিযোগ করলেও পরিষদের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ নেই বলে জানান। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত সকল সরকারি কর্মচারীদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে তাদের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে সকল উত্তরদাতা (ইউপি প্রতিনিধি) মত প্রকাশ করেছেন। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি বীজ ও কীটনাশক পাবার জন্য স্থানীয় কৃষকরা ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কৃষি ব্লক সুপারভাইজারদের কাছে তদ্‌বির করে থাকেন, এ ধরনের

তদ্‌বিরের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকরা কখনো কখনো সুবিধা পেয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিরা মনে করেন স্বাস্থ্য কর্মী ও কৃষি ব্লক সুপারভাইজারদের কাজের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে স্থানীয় জনগণের সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হতে পারে। মাঠ প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে সমন্বয়ে ও সহযোগিতার অভাব স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন ও সেবা বৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায়। মাঠ প্রশাসনের উপর ইউনিয়ন পরিষদের কর্তৃত্ব আরোপের সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটছেনা।

জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ ও এনজিও সম্পর্ক

উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক এনজিও কাজ করছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবাধিকার, গণতন্ত্রায়নের জন্যও কাজ করছে। শুধু তাই নয়, সরকারি পর্যায়ে নীতি নির্ধারণেও এনজিওরা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। জাতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণেও এনজিও উপস্থিতি সরব। স্থানীয় সরকার বিষয়ে ১৯৯১ সালে সরকার ২টি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, প্রথমতঃ শক্তিশালী সরকার গঠন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নারীদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করণে সরকারের এ ধরনের ভূমিকার ইতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষতঃ নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। স্থানীয় সরকার বিষয়ে সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে দাতা সংস্থার আগ্রহ ও এনজিওদের জনমত গঠন সরকারকে প্রভাবিত করেছে। সরকারি পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে এনজিও'র ভূমিকা অস্পষ্ট নয়। যদিও বাংলাদেশে এনজিও বা বেসরকারি সংগঠনের কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল অন্যভাবে।

মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসা সেবা এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ কার্যে অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও কর্মতৎপরতা শুরু হয়।

তারপর এনজিওরা টার্গেট গ্রুপ এ্যপ্রোচ পদ্ধতিতে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। আশির দশকে এই কর্মসূচি দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়। দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি তাদেরকে রাজনৈতিক সচেতায়ন ও স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোয় অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্য নিবিড় কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্তমানে গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণেও বিভিন্ন এনজিও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে[১০]। এনজিও কর্মকাণ্ডের এটি একটি নতুন ক্ষেত্র। স্থানীয় নির্বাচনে সচেতনভাবে ভোট প্রদান, প্রার্থী হওয়া এবং নির্বাচিতদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দরিদ্র নারী-পুরুষের স্বপক্ষে স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন এনজিও তাদের গ্রুপ সদস্যদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সহায়তা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারকে অবহিতকরণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে[১১]। এনজিও'র এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জাতীয় রাজনীতির পটপরিবর্তনের বিষয়টি সম্পৃক্ত। এরশাদ বিরোধী গণ আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বপক্ষে জনমত গঠন, প্রচার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে এনজিও'র অনুপ্রবেশ ঘটে। ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে গণতন্ত্র শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করেছে, নারীদেরকে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। যার ফলে নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার সত্যিকার অর্থেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। নির্বাচন পরবর্তীকালে সরকারকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সরাসরি পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৭ জন নারী চেয়ারম্যান পদে এবং ১০১ জন সাধারণ আসনে সদস্য নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এনজিওরা নারীদেরকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে এবং নির্বাচিত নারী সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই এনজিও'র টার্গেট গ্রুপের সদস্য। নির্বাচন পরবর্তীকালে এনজিওরা ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ এবং নির্বাচিত নারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে[১২]।

এনজিও এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমগত আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে এনজিওদের কার্যক্রমগত সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ের কতিপয় এনজিও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি বিশেষতঃ নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে এনজিওর কার্যক্রমগত সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিরা বিভিন্নভাবে এনজিও কার্যক্রমের সাথে জড়িত। গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদে জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি এনজিও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করলেও মূলতঃ ব্যাপক ও বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) এর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় কার্যক্রম রয়েছে। ব্র্যাক ভিজিডি কার্ড ধারী দুস্থ মহিলাদের ঋণ দান কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করে থাকে। নারী প্রগতি সংঘ এলাকার নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা বন্ধ করতে পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে। বিএনপি এস'র কর্মীরা ইউপি সদস্য ও স্থানীয় যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে নিয়ে ইউনিয়নে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং বছর শেষে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধনকৃত নামের তালিকা প্রদান করে থাকে। উল্লেখিত এনজিও প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ আহরণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। শক্তিশালী ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন এনজিও ইউনিয়ন পরিষদের জবাবদিহিতা আনয়নে জনগণ ও পরিষদের প্রতিনিধিদের সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে সাধারণ জনগণের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার চর্চার পরিবেশ গড়ে উঠছে।

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণের দায়িত্ব রাজনৈতিক দল ও সরকারের কিন্তু তাদের দুর্বলতা ও আন্তরিকতার অভাব এবং দাতা সংস্থার চাপের কারণে এ ক্ষেত্রে এনজিও কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে স্থানীয়

সরকারকে শক্তিশালীকরণে সরকার ক্রমাগত এনজিও'র উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। দাতা সংস্থাগুলো এ ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তে এনজিওদের অর্থ প্রদানে অধিকতর আগ্রহী। দাতা সংস্থার চাপ ও সরকারের দক্ষতার অভাবে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এনজিও সরকারের ডেভলাপমেন্ট পার্টনার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিকালে জাতীয় এনজিও'র কর্ণধারদের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন ও বিরোধিতার অভিযোগে তাদের ভূমিকা বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকার এনজিও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে অধিকতর তৎপর হয়ে উঠেছে। এনজিও কর্ণধারদের বিতর্কিত ভূমিকা ও সরকারের কঠোর নীতির কারণে যে সকল এনজিও ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালীকরণে কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে তাদের কার্যক্রম ব্যহত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

উপসংহার

ইউনিয়ন পরিষদকে নতুন রূপে গঠন করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার সুযোগ পায়নি। ইউনিয়ন পরিষদের সর্বশেষ সংস্কার এর মাধ্যমে নারী সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু নারী সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদানে সরকারি নীতির সীমাবদ্ধতার কারণে নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ পাচ্ছেন না। জাতীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় কল্যাণ ও চাহিদার পূরণকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে দেয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সাথে মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রমের সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত না হওয়া এবং মাঠ প্রশাসনের উপর পরিষদের কর্তৃত্ব না থাকার ফলে বিভিন্ন সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোগত পরিবর্তন করা হলেও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন সাধনে এর ভূমিকার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। ইউপির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এনজিও'র নানা ধরনের কর্মসূচির বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি করছে বটে কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ রয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবেই। অথচ প্রথমেই প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত

স্বশাসিত ইউনিয়ন পরিষদ। গবেষণা এলাকার চেয়ারম্যানদের মধ্যে যারা কয়েক মেয়াদে পরিষদ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মতে সরকার পরিবর্তন হয় এবং সে সাথে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত নীতিমালারও পরিবর্তন হয় এবং প্রত্যেকেই এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। শক্তিশালী ও স্ব-শাসিত ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে অধ্যাবধি কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি যদিও এ ক্ষেত্রটি রাষ্ট্রীয় মৌল বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত।

পাদটীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।* ঢাকা, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।

২. সিদ্দিকী, কামাল (১৯৮৯), *বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার।* ঢাকা; জাতীয় স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন।

৩. জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (১৯৯৯), *ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক বিষয়।* ঢাকা।

৪. খান, জারিনা রহমান (১৯৯৬), *বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। সমাজ নিরীক্ষণ* ৬২ ঃ ৫৮।

৫. খান, জারিনা রহমান (১৯৯৬), প্রাগুক্ত।

৬. খান, জারিনা রহমান (১৯৯৬), প্রাগুক্ত।

৭. মহিউদ্দিন, কে. এম. ও হক, মোজাম্মেল (২০০১), *ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট।* গবেষণা প্রতিবেদন। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

৮. Choudhury, Lutful Hoq (1987), ***Local Self-Government and its Reorganization in Bangladesh,*** Dhaka : National Insititute of Local government, P. 50.

৯. খান, জারিনা রহমান (১৯৯৬), প্রাগুক্ত।

১০. মহিউদ্দিন, কে. এম (১৯৯৭), *বাংলাদেশে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এনজিও'র ক্ষমতা ঃ গণ সাহায্য সংস্থা একটি কেইস স্টাডি।* অপ্রকাশিত এম. এস. এস. থিথিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. Hoque, Siddique (1998), ***Grassroots Democratisations in Bangladesh : The NGO Experience.*** *The Journal of Social Studies,* Dhaka University, Dhaka, 79 ; 56-57.

১২. Khan, Zarina Rahman (1999), ***NGOs and Local Government Reform in Bangladesh,*** *The Journal of Social Studies,* Dhaka University, Dhaka, 84 : 59-60.